বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নাম ও বয়স সংশোধন নির্দেশিকা-২০২৪

(জুলাই ২০২৪ সালে প্রণীত)

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২ অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং- ৫৭.১৬.০০০০.০০৯.২২.০০১.২৪-৫৯৬

তারিখ: ০৭ কার্তিক, ১৪৩১ / ২৩ অক্টোবর, ২০২৪

নাম ও বয়স সংশোধন নির্দেশিকা-২০২৪

১। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর আওতাধীন শিক্ষার্থীদের নাম ও বয়স এবং শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার নাম যথাযথভাবে সংশোধন ও এতদসংক্রান্ত পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণের জন্য এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো:

২। শিরোনাম: এ নির্দেশিকা "নাম ও বয়স সংশোধন নির্দেশিকা -২০২৪" নামে অভিহিত হবে।

৩। নির্দেশিকার আওতা: এ নির্দেশিকার আওতায় শিক্ষার্থীর নিজের নাম, জন্ম তারিখ/ বয়স, পিতা-মাতার নাম সংশোধন এবং এন্ট্রিবহিতে জন্মতারিখ নেই, এরূপ শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিবহিতে জন্মতারিখ সংযোজন ও এন্ট্রিবহিতে ইংরেজিতে তথ্য নেই, এরূপ শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার এন্ট্রিবহিতে ইংরেজিতে তথ্য সংযোজন করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন সাপেক্ষে-

(১) শিক্ষার্থীর নিজ নামের মূল অংশ অপরিবর্তিত রেখে নাম সংশোধন করা যাবে; বংশীয় পদবি, ডাকনাম সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবে; নিজ নাম পরিবর্তন করা যাবে না। তবে ধর্মান্তরিত ও লিঙ্গ পরিবর্তনকৃত শিক্ষার্থীর নিজ নাম পরিবর্তন করা যাবে।

(২) শিক্ষার্থীর একক নামের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নামের সাথে প্রচলিত অংশ যেমন, মোহাম্মদ/ মোঃ/ মোসাম্মৎ/ মোসাঃ/বেগম/খাতুন/আক্তার ইত্যাদি অথবা পিতার নামের অংশবিশেষ যুক্ত করে নাম সংশোধন করা যাবে। এ নির্দেশনা ভাষা নির্বিশেষে প্রযোজ্য হবে।

(৩) শিক্ষার্থীর নিজ নামে কোনো সৌজন্যমূলক টাইটেল (courtesy title) এবং/অথবা কোনো অর্জিত পদবি সংযোজনপূর্বক নাম সংশোধন করা যাবে না। তবে শিক্ষার্থীর নিজ নাম হতে অনুরূপ পদবি বিয়োজন করা যাবে।

(৪) শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার নাম সংশোধনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার নামে সৌজন্যমূলক টাইটেল (courtesy title) এবং/ অথবা অর্জিত পদবি সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে।

(৫) শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার নাম সংশোধনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার নামে মৃত্যুজনিত অবস্থা যেমন, মৃত, মরহুম, late, ইত্যাদি সংযোজন করা যাবে না। তবে শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার নাম হতে এরূপ শব্দ বিয়োজন করা যাবে। ১৯৮২ ও তৎপূর্বে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এ নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে না।

(৬) শিক্ষার্থীর পিতা অথবা মাতা যে কোনো একজনের নাম পরিবর্তন করা যাবে, উভয়ের নাম পরিবর্তন করা যাবে না। তবে দত্তককৃত অথবা পালিত (adopted) শিক্ষার্থীর জন্মদাতা পিতা-মাতার নাম উল্লেখের ক্ষেত্রে এবং ধর্মান্তরিত শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা উভয়েই ধর্মান্তরিত হলে উভয়ের নাম পরিবর্তন করা যাবে।

(৭) এ নীতিমালায় যা কিছুই বলা থাকুক না কেন, স্বামীর নাম মোতাবেক নারী শিক্ষার্থীর নাম সংশোধন করা যাবে না।

(৮) এ নীতিমালায় যা কিছুই বলা থাকুক না কেন, সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত অথবা এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তির জন্মতারিখ/বয়স সংশোধন করা যাবে না। তবে এরূপ ব্যক্তির একাধিক পরীক্ষার একাধিক ডক্যুমেন্টে জন্মতারিখ/বয়স সম্পর্কিত তথ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হলে ১৯৭৮ সালের পূর্বের আলিম অনুযায়ী দাখিল ও ১৯৭৮ ও তদপরবর্তী সালের দাখিল অনুযায়ী আলিম অথবা যে ডক্যুমেন্টে লিখিত জন্ম তারিখ/বয়স তুলনামূলক বেশি সে অনুযায়ী অপর ডক্যুমেন্টে লিখিত জন্ম তারিখ/বয়স সংশোধন করা যাবে।

৪। **সংজ্ঞা:**

(ক) আক্ষরিক সংশোধন: আক্ষরিক সংশোধন বলতে এ নির্দেশিকার পরিশিষ্ট ৩-এ বর্ণিত বিবেচ্য বিষয়সমূহের আলোকে সংশোধনকে বুঝাবে।

(খ) এন্ট্রিবহি: এন্ট্রিবহি বলতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও সংরক্ষিত তথ্যছকের সংকলন যা ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পরীক্ষার্থী কর্তৃক পরীক্ষার ফরম পূরণকালীন স্বহস্তে পূরণকৃত।

(গ) পুণর্বিবেচনা (রিভিউ): পুণর্বিবেচনা (রিভিউ) বলতে শিক্ষার্থীর প্রথমবারের আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নামঞ্জুর হলে সে সিদ্ধান্ত পুণর্বিবেচনার জন্য দ্বিতীয়বার আবেদনকে বোঝাবে। রিভিউ আবেদনের সাথে শিক্ষার্থী প্রথমবার আবেদনের সাথে প্রদত্ত তথ্যাবলির অতিরিক্ত তথ্যাবলি যুক্ত করতে পারবে। রিভিউ আবেদন এতদুদ্দেশ্যে গঠিত সভায় উত্থাপিত হবে এবং আবেদনকারীর সরাসরির সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(ঘ) বোর্ড: বোর্ড বলতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকাকে বুঝাবে।

(ঙ) তদন্ত: তদন্ত বলতে নাম ও বয়স সংশোধনের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর স্থায়ী ঠিকানার আওতায় স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনকে বুঝাবে।

(চ) নাম ও বয়স সংশোধন কমিটি: নাম ও বয়স সংশোধন কমিটি বলতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইনের ধারা (১৬) এর উপধার (২) (৪) বলে গঠিত কমিটিকে বুঝাবে।

(ছ) সভায় সংশোধন: সভায় সংশোধন বলতে শিক্ষার্থীর নিজ নাম ও পিতা-মাতার নাম সাক্ষাৎকার গ্রহণ ব্যতীত কমিটির সভায় সদস্যবৃন্দের সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধনকে বুঝাবে।

(জ) সংশোধন (পরিবর্তনসহ, সংযোজন, বিয়োজন): সংশোধন (পরিবর্তনসহ, সংযোজন, বিয়োজন) বলতে এ নির্দেশিকার আলোকে উপযুক্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর নিজের নাম, জন্ম তারিখ/বয়স, পিতা-মাতার নাম সংশোধন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে বুঝাবে।

(ঝ) সৌজন্যমূলক টাইটেল (courtesy title): যেমন- জনাব, জনাবা, হযরত, শায়খ, Mr., Miss, Mrs. ইত্যাদি।

(ঞ) অর্জিত পদবি: যেমন, হাফেজ, ক্বারী, মাওলানা, হাজী, ড., ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর ইত্যাদি।

৫। আবেদন: এ নীতিমালার আওতায় যে কোনো সেবার জন্য-

(১) বোর্ড নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার মাধ্যমে অনলাইনে বোর্ডে আবেদন করতে হবে। শিক্ষার্থী একাধিক মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে থাকলে পাঠদানকারী মাদ্রাসাগুলোর যেকোনো একটির মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। এছাড়া, আবেদনকালে পাঠদানকারী মাদ্রাসার কার্যক্রম বন্ধ থাকাজনিত কারণে মাদ্রাসার ইআইআইএন ও পাসওয়ার্ড কার্যকর না থাকলে শিক্ষার্থী নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা যে উপজেলায় অবস্থিত ছিলো, সে উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাদ্রাসা বন্ধ সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্রসহ পরিশিষ্ট-১ এ প্রদত্ত ফরমে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবে।

(২) অসম্পূর্ণ/ত্রুটিপূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৩) নাম ও বয়স/জন্মতারিখ সংশোধনের জন্য পৃথক আবেদন করতে হবে।

(৪) এন্ট্রিবহিতে জন্মতারিখ সংযোজনের জন্য বয়স/ জন্মতারিখ সংশোধনের প্রক্রিয়া এবং এন্ট্রিবহিতে ইংরেজিতে তথ্য সংযোজনের জন্য নাম সংশোধনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

(৫) একাধিক পরীক্ষা যেমন- জেডিসি, দাখিল, আলিম ইত্যাদিতে নাম সংশোধনের জন্য একটি আবেদনে প্রার্থিত সকল পরীক্ষার নাম উল্লেখ করতে হবে। অনুরূপভাবে জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষার বয়স/জন্মতারিখ সংশোধনের জন্য একটি আবেদনে উভয় পরীক্ষার নাম উল্লেখ করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

(৬) শিক্ষার্থীর নিজ নাম, পিতা-মাতার নাম সংশোধনের জন্য একই আবেদনে প্রার্থিত সকল নাম উল্লেখ করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

(৭) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ হতে পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে সংশোধনের আবেদন করতে হবে। তবে এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সংশোধনের আবেদন করতে হবে।

(৮) যে কোনো পরীক্ষার ডক্যুমেন্ট সংশোধনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্তরের পরীক্ষার (যদি থাকে) তথ্য সঠিক/সংশোধিত থাকতে হবে।

(৯) সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যেসকল পরীক্ষার্থী পরবর্তীতে এ বোর্ডের অধীন দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের দাখিল ও পরবর্তী পরীক্ষার ডক্যুমেন্টে সংশোধনীর ক্ষেত্রে প্রথমে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ডক্যুমেন্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত হতে হবে।

(১০) আবেদনকালে পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত ক্ষেত্রমত প্রযোজ্য ডক্যুমেন্টস/কাগজপত্রের স্পষ্ট পিডিএফ/স্ক্যানকৃত কপি আপলোড করতে হবে।

৬। **সংশোধন পদ্ধতি:** শিক্ষার্থীর নিজের নাম, জন্ম তারিখ/ বয়স, পিতা-মাতার নাম সংশোধনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহের একটি অথবা ক্ষেত্রমত একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। যথা:

(১) আক্ষরিক সংশোধন;
(২) সভায় সংশোধন;
(৩) পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) সংশোধন;
(৪) তদন্তপূর্বক সংশোধন;
(৫) জরুরি সংশোধন।

৭। **সংশোধন পদ্ধতি নির্বাচন:** বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক কর্মকর্তা সংশোধনের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহের মধ্যথেকে প্রযোজ্য আক্ষরিক সংশোধন ও সভায় সংশোধন তালিকা নির্ধারণ করবেন। এরূপভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাপ্ত আবেদনসমূহ হতে আক্ষরিক সংশোধনের জন্য নির্ধারিত আবেদনসমূহ পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ করবেন এবং অবশিষ্ট আবেদনসমূহ নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটির সভায় উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৮। আক্ষরিক সংশোধনের ক্ষেত্র ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া:

(১) মূল নাম অপরিবর্তিত রেখে বানানে বর্ণের পরিবর্তন, জন্মতারিখে ৩০ দিনসম্পন্ন মাসের ক্ষেত্রে ৩১ তারিখ, লিপ ইয়ার ব্যতীত অন্যান্য বছরের ক্ষেত্রে ২৯ ফেব্রুয়ারি সংশোধন এবং পূর্ববর্তী পরীক্ষার কোনো তথ্য বোর্ড কর্তৃক সংশোধিত হয়ে থাকলে পরবর্তী পরীক্ষার সেইসকল তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে আক্ষরিক সংশোধন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, আক্ষরিক সংশোধনের সিদ্ধান্তসমূহ অব্যবহিত পরবর্তী নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটির সভাকে অবহিত করতে হবে। নাম ও জন্ম তারিখ/বয়সের আক্ষরিক সংশোধনের বিস্তারিত ক্ষেত্র পরিশিষ্ট -৩ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

(২) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আক্ষরিক সংশোধনের আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এরূপভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত উপ-বিধি (১)-এর বিধান সাপেক্ষে চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে।

৯। সভায় সংশোধনের ক্ষেত্র ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া:

(১) আক্ষরিক সংশোধনের আবেদন ব্যতীত অন্য সকল আবেদন এবং পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন নিষ্পত্তির জন্য নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটির সভায় উপস্থাপিত হবে।

(২) সভায় নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটি আবেদনের সাথে সংযুক্ত ডক্যুমেন্টসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচিত হবে:

(ক) শিক্ষার্থীর নিজ নাম সংশোধনের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষার ডক্যুমেন্টে সংশোধনের আবেদন করেছে, সে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পূর্বে নিবন্ধিত জন্মসনদ, তবে বিবেচ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পরে জন্মসনদ নিবন্ধিত হলে জন্মসনদের সাথে গ্রহণযোগ্য টিকাকার্ড।

(খ) শিক্ষার্থীর পিতা অথবা মাতা অথবা উভয়ের নাম সংশোধনের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষার ডক্যুমেন্টে সংশোধনের আবেদন করেছে, সে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পূর্বে নিবন্ধিত জন্মসনদ, তবে বিবেচ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পরে জন্মসনদ নিবন্ধিত হলে জন্মসনদের সাথে গ্রহণযোগ্য টিকাকার্ড, পিতা ও মাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ভ্যারিফায়েড কপি, তবে পিতা অথবা মাতা অথবা উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণের পূর্বে মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সনদ।

(গ) শিক্ষার্থীর সাময়িক সনদ এবং মূল সনদে প্রদত্ত তথ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হলে সেক্ষেত্রে মূল সনদে প্রদত্ত তথ্য সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

(ঘ) শিক্ষার্থীর এন্ট্রিবহি এবং টেবুলেশনবহির তথ্যে গরমিল পারিলক্ষিত হলে সেক্ষেত্রে এন্ট্রিবহির তথ্য সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

(ঙ) শিক্ষার্থীর এন্ট্রিবহির প্রথম অংশ/ওপরের অংশ এবং দ্বিতীয় অংশের/নিচের অংশের তথ্যে গরমিল পারিলক্ষিত হলে সেক্ষেত্রে প্রথম অংশের/ওপরের অংশের তথ্য সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

(চ) শিক্ষার্থীর চাহিত বয়স/ জন্মতারিখ পরিশিষ্ট -৪ এ উল্লিখিত বোর্ড নির্ধারিত বয়সসীমার কম বা বেশি হলে, সেক্ষেত্রে এরূপ আবেদন সংশোধনের জন্য বিবেচিত হবে না।

(ছ) সহোদর ভাই অথবা বোনের জন্ম তারিখ/বয়সের সাথে শিক্ষার্থীর জন্মতারিখ/বয়স অস্বাভাবিক পরিমাণে কম থাকলে উভয়ের মধ্যে যৌক্তিক পরিমাণ বয়সের ব্যবধান রেখে শিক্ষার্থীর জন্মতারিখ/বয়স কমানো/বাড়ানো যাবে।

(৪) নাম সংশোধনের পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন নিষ্পত্তির জন্য আবেদনকারীকে এতদুদ্দেশ্যে আহুত সভায় নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় ডক্যুমেন্টসের মূলকপি ও একসেট ফটোকপিসহ সশরীরে হাজির হতে হবে। সভায় অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে, আবেদনকারী সভা অনুষ্ঠানের তারিখে বিদেশে অবস্থান করলে সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ লিখিত আবেদন করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনলাইন সাক্ষাৎকার প্রদানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া আবেদনকারী বিশেষ শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে সভায় সশরীরে হাজির হতে অপারগ হলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ লিখিত আবেদন করলে পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন পরবর্তীতে সভায় উপস্থাপিত হতে পারে।

(৫) বয়স সংশোধনের সভায় সংশোধন/পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটির সভায় আবেদনকারীকে সশরীরে উপস্থিত হতে হবে। আবেদনকারী বিশেষ শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে সভায় সশরীরে হাজির হতে অপারগ হলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ লিখিত আবেদন করলে আবেদন পরবর্তীতে সভায় উপস্থাপিত হতে পারে।

১০। পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) ক্ষেত্র ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া: শিক্ষার্থীর নিজের নাম, পিতা-মাতার নাম সংশোধনের আবেদন কমিটির সভায় সদস্যগণের সিদ্ধান্তের আলোকে না মঞ্জুর করা হলে শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমবার আবেদনের আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক অনলাইনে এ বোর্ডে আবেদন করতে হবে।
বোর্ড থেকে ইস্যুকৃত পত্র অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ডক্যুমেন্টস (যদি থাকে) নতুনভাবে আপলোড করতে হবে। জন্ম তারিখ/বয়স সংশোধনের প্রথমবারের আবেদন কমিটির সভায় না মঞ্জুর করা হলে একই পদ্ধতিতে পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) আবেদন করতে পারবে। উল্লেখ্য, পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) আবেদন না মঞ্জুর হলে পরবর্তীতে আর আবেদন করার সুযোগ থাকবে না।

১১। তদন্তের মাধ্যমে সংশোধনের ক্ষেত্র ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া: নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটির সভায় উত্থাপিত কোনো আবেদন পর্যালোচনাকালে তথ্যের অধিকতর যাচাই-বাছাই, বোর্ড বহির্ভুত কোনো কর্তৃপক্ষের মতামত ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে সভার সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে বিবেচ্য বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাবে। বোর্ডের নিজস্ব কর্মকর্তা এক বা একাধিক সমন্বয়ে তদন্ত দল গঠনপূর্বক অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে উচ্চতর তদন্তের জন্য দ্বিতীয়বার তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে।

১২। জরুরি সংশোধনের ক্ষেত্র ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া: চিকিৎসা, বিদেশগমন, চাকরিতে যোগদান ইত্যাদি জরুরি প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর নিজের নাম, জন্মতারিখ/বয়স, পিতা-মাতার নাম সংশোধন করতে হলে এ বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর যাবতীয় প্রমাণকসহ লিখিত আবেদন করতে হবে। তবে এর পূর্বে যথানিয়মে অনলাইনে আবেদন করার যাবতীয় কার্যক্রম নিষ্পন্ন করতে হবে। চেয়ারম্যান মহোদয় প্রাপ্ত আবেদন জরুরিভাবে নিষ্পন্ন করার ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করলে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে নথিতে তা উপস্থাপন করতে হবে এবং নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটির পরবর্তী সভায় জরুরি সংশোধনের বিষয়টি উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটির গঠন:

(১) এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইনের ধারা (১৬) এর উপধারা (২)(ঠ) বলে বোর্ডে একটি নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটি থাকবে। এ কমিটি নিম্নোক্ত সদস্যবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে:

ক্রমিক নং	পদ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	কর্মস্থল	দায়িত্ব
১.	চেয়ারম্যান	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	সভাপতি
২.	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৩.	মাদ্রাসা পরিদর্শক	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৪.	প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৫.	সিভিল সার্জন	ঢাকা	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭-১১	অধ্যক্ষ	এমপিওভুক্ত আলিম বা তদূর্ধ্ব স্তরের মাদ্রাসা	সদস্য
১২.	সুপারিনটেনডেন্ট	এমপিওভুক্ত দাখিল মাদ্রাসা	সদস্য
১৩.	রেজিস্ট্রার	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	সদস্য-সচিব

(২) কর্তৃপক্ষ বোর্ডের যেকোনো কর্মকর্তাকে নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটিতে কো-অপ্ট করতে এবং/অথবা নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

১৪। এ বিধিমালায় উল্লেখ নেই, এরূপ যেকোনো বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বীয় ক্ষমতাবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১৫। এ বিধিমালার আওতায় গৃহীত বোর্ড কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৬। কর্তৃপক্ষ নাম ও জন্মতারিখ/বয়স সংশোধনের যে কোন আবেদন কোন কারণ ছাড়াই বাতিল করতে পারবেন।

২৩.১০.২০২৪

প্রফেসর মুহাম্মদ শাহ্ আলমগীর
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

পরিশিষ্ট-১

ক. শিক্ষার্থীর নাম/পিতার নাম/মাতার নাম ম্যানুয়ালি সংশোধনের আবেদন ফরম

বরাবর

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বিষয়: শিক্ষার্থীর নাম/পিতার নাম/মাতার নাম সংশোধনের আবেদন।

১. শিক্ষার্থীর নাম: ....

২. পিতার নাম : ....

৩. মাতার নাম : ....

৪. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-.. ডাকঘর-...
উপজেলা/থানা-..................................... জেলা-...

৫. সর্বশেষ অধ্যয়নকৃত মাদ্রাসার নাম ও ঠিকানা: ....
ডাকঘর-.................................উপজেলা/থানা-.........................জেলা-..................................

৬. বোর্ডের যেসব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ/পাস করছে তার বিবরণ:

পরীক্ষার নাম	পাসের সাল	রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রোল নম্বর	মাদ্রাসার নাম ও EIIN নম্বর
জেডিসি				
দাখিল				
আলিম				
ফাজিল				
কামিল				

৭. সনদে লিখিত শিক্ষার্থীর নাম/পিতার নাম/মাতার নাম: (বর্তমানে যেভাবে আছে)
ক. শিক্ষার্থীর নাম: ....
খ. পিতার নাম: ....
গ. মাতার নাম: ....

৮. সংশোধনের জন্য প্রার্থীত শিক্ষার্থীর নাম/পিতার নাম/মাতার নাম: (যেভাবে হবে)
ক. শিক্ষার্থীর নাম: ....
খ. পিতার নাম: ....
গ. মাতার নাম: ....

৯. জমাকৃত ফি এর বিবরণ:
ক. ব্যাংকে ফি জমার বিবরণ: ড্রাফট নম্বর: ....তারিখ: .... টাকা: ..../-ব্যাংকের নাম: .... শাখার নাম: ....
খ. অনলাইনে ফি জমার বিবরণ:
আইডি: ....তারিখ: ....টাকা: ..../-

১০. আবেদন জমার তারিখ:..

১১. সংযুক্তি সমূহ:
(ক)
(খ)
(গ)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বর

খ. শিক্ষার্থীর জন্মতারিখ/বয়স ম্যানুয়ালি সংশোধনের আবেদন ফরম

বরাবর

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বিষয়: শিক্ষার্থীর জন্ম তারিখ/বয়স সংশোধনের আবেদন।

১. শিক্ষার্থীর নাম:..

২. পিতার নাম :..

৩. মাতার নাম :..

৪. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-..ডাকঘর-..
উপজেলা/থানা-... জেলা-..

৫. সর্বশেষ অধ্যয়নের মাদ্রাসার নাম ও ঠিকানা: :..
ডাকঘর-..............................উপজেলা/থানা-............................ জেলা-...

৬. বোর্ডের যেসব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ/পাস করছে তার বিবরণ:

পরীক্ষার নাম	পাসের সাল	রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রোল নম্বর	মাদ্রাসার নাম ও EIIN নম্বর
জেডিসি				
দাখিল				
আলিম				
ফাজিল				
কামিল				

৭. সনদে লিখিত জন্মতারিখ/বয়স: জেডিসি: ....দাখিল: ....আলিম:........................

৮. সংশোধনের জন্য প্রার্থীত জন্মতারিখ/বয়স: ....

৯. জমাকৃত ফি এর বিবরণ:
ক. ব্যাংকে ফি জমার বিবরণ:
ড্রাফট নম্বর:..তারিখ:.............................. টাকা:........................./-
ব্যাংকের শাখার নাম:...শাখার নাম:...
খ. অনলাইনে ফি জমার বিবরণ:
আইডি:...তারিখ:.......................................টাকা:........................../-

১০. আবেদন জমার তারিখ:...

১১. সংযুক্তি সমূহ:
(ক)
(খ)
(গ)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বর

পরিশিষ্ট-২

সংশোধনের আবেদনের সাথে আপলোডের জন্য প্রয়োজনীয় ডক্যুমেন্টস

ক. শিক্ষার্থীর নিজ নাম ও জন্মতারিখ/বয়স সংশোধনের ক্ষেত্রে

১. দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি
২. ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিট
৩. শিক্ষার্থীর অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদ
৪. শিক্ষার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি থাকে)
৫. বয়স/ জন্মতারিখ যুক্ত সকল পাবলিক পরীক্ষার সনদ
৬. জন্মকালীন টিকাকার্ড (যদি থাকে)
৭. অন্য কোন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংশোধনের পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

খ. শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার নাম সংশোধনের ক্ষেত্রে

১. দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি
২. ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিট
৩. শিক্ষার্থীর অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদ
৪. পিতা ও মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র
৫. পিতা ও মাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের অনলাইন ভেরিফায়েড কপি
৬. পিতা/মাতা মৃত্যুবরণ করলে অনলাইন মৃত্যু নিবন্ধন সনদ
৭. শিক্ষার্থীর অর্জিত সকল পরীক্ষার সনদ
৮. শিক্ষার্থীর সহোদর ভাই-বোনের পাবলিক পরীক্ষার সনদ (যদি থাকে)

বি.দ্র.: আবেদনের সাথে ক্ষেত্রমত প্রয়োজনীয় ডক্যুমেন্টস আপলোড করা না হলে আবেদন অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ বলে গণ্য হবে।

পরিশিষ্ট-৩

নাম ও জন্মতারিখ/বয়সের আক্ষরিক সংশোধনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ক. নাম সংশোধনের ক্ষেত্রে আক্ষরিক সংশোধন হিসেবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

১. বাংলা বানানে মূল নাম পরিবর্তন না করে " ি - ী - ু - ূ - ে া " ইত্যাদি যেকোনো কারচিহ্ন (স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ) পরিবর্তন অথবা সংযোজন।

২. বাংলা বানানে মূল নাম পরিবর্তন না করে অ/আ, ই/ঈ, উ/ঊ, ছ/স/শ, জ/য, প/ফ, ন/ণ, ব/ভ ইত্যাদি বর্ণের পরিবর্তন।

৩. ইংরেজি বানানের ক্ষেত্রে মূল নাম পরিবর্তন না s/sh, s/ss, o/u, k/q, j/z, b/v, i/e/ee ইত্যাদি বর্ণ পরিবর্তন/ সংযোজন।

৪. শব্দের মাঝে স্পেস, ডট, ড্যাশ চিহ্ন সংযোজন/বিয়োজন।

৫. বাংলা বানানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নিজ/পিতার নামে মোহাম্মদ/মুহাম্মদ/মোঃ/মোহাঃ ইত্যাদি শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ/বর্ধিতকরণ ও সংযোজন/ বিয়োজন।

৬. বাংলা বানানের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীর নিজ/ মাতার নামে মোছাম্মৎ/মোছাঃ/মোসাঃ ইত্যাদি শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ/বর্ধিতকরণ ও সংযোজন/ বিয়োজন।

৭. ইংরেজি বানানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নিজ/ পিতার নামে MOHAMMAD/ MUHAMMAD/ Md./ Moha ইত্যাদি শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ /বর্ধিতকরণ ও সংযোজন/ বিয়োজন।

৮. ইংরেজি বানানের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীর নিজ/মাতার নামে MOSAMMAT/MUSA/MST ইত্যাদি শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ /বর্ধিতকরণ ও সংযোজন/ বিয়োজন।

৯. শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার নামের সৌজন্যমূলক টাইটেল ও অর্জিত পদবি বিয়োজন।

১০. শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী পরীক্ষার ডক্যুমেন্টস সংশোধিত হয়ে থাকলে পরবর্তী পরীক্ষার ডক্যুমেন্টস আক্ষরিক হিসেবে বিবেচনা করে সংশোধন করা হবে।

১১. অন্য কোনো শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত শিক্ষার্থীর ডক্যুমেন্টস সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড হতে সংশোধিত হয়ে থাকলে তদনুযায়ী অত্র বোর্ডের ডক্যুমেন্টস আক্ষরিক হিসেবে বিবেচনাকরে সংশোধিত হবে।

খ. বয়স/জন্মতারিখ সংশোধনের ক্ষেত্রে আক্ষরিক সংশোধন হিসেবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

১. লিপ ইয়ার ব্যতীত অন্যান্য বছরের ক্ষেত্রে ২৯ ফেব্রুয়ারি সংশোধন

২. ৩০ (ত্রিশ) দিনসম্পন্ন মাসের ক্ষেত্রে ৩১ (একত্রিশ) তারিখ সংশোধন

বি.দ্র.: আক্ষরিক সংশোধনের ক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও তিনশত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিট প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না।

পরিশিষ্ট-৪

পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বয়সসীমা

১. জেডিসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার বছর ৩১ ফেব্রুয়ারি ন্যূনতম ১২ বছর ও সর্বাধিক ১৮ বছর।

২. ১৯৭৭ বা তদপূর্ববর্তী সালের দাখিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার বছর ০১ মার্চ ন্যূনতম ১০ (দশ) বছর।

৩. ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দাখিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার বছর ০১ মার্চ ন্যূনতম ১২ (বার) বছর।

৪. ১৯৮৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দাখিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার বছর ০১ মার্চ ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) বছর ও সর্বাধিক ২০ (বিশ) বছর।

৫. ২০১৬ ও তদপরবর্তী সালের দাখিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার বছর ০১ জানুয়ারি ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) বছর ও সর্বাধিক ২০ (বিশ) বছর।

৬. আলিম পরীক্ষার ক্ষেত্রে বয়সসীমা এর সমমানের উপর নির্ভর করবে।

৭. ফাজিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে বয়সসীমা এর সমমানের উপর নির্ভর করবে।